ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স - ২১১(আগরতলা, ১৬।৪)
তেলিয়ামুড়া, ১৬ এপ্রিল ২০১৮

রাজ্য ভিত্তিক বুইসু উৎসবের উদ্বোধন
বাবা গড়িয়া সমৃদ্ধির প্রতীক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজের উদ্যোগে গত ১৪ এপ্রিল তেলিয়ামুড়া ব্লকের মানিক বাজারে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য ভিত্তিক বুইসু তের এবং ত্রিং ১৪২৮ উৎসব। এই উৎসবের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে নিয়ে আমাদের সংস্কৃতি, যা দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। আমরা বাবা গড়িয়ার পূজা করি, কারণ জুম চাষের ফসল বাবা গড়িয়া রক্ষা করেন। বাবা গড়িয়ার পূজা সমৃদ্ধির প্রতীক। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব ত্রিপুরার ইতিহাস টেনে বলেন, ত্রিপুরার রাজারা সর্বদাই ত্রিপুরাবাসীর হিতের কথাই চিন্তা করেছেন। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য অতি অল্প বয়সে প্রয়াত হলেও তিনি ত্রিপুরায় এয়ারপোর্ট, উন্নত রাস্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে কিরীট বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের আমলে ত্রিপুরা আরও উন্নতির পথে এগোয়। মহারাজাদের এমন সব মহান পদক্ষেপের জন্য রাজ পরিবার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সম্পদে-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। বিগত সরকার এই সম্পদগুলিকে সঠিকভাবে রাজ্যের উন্নতিকল্পে কাজে লাগাতে পারেনি। তিনি বলেন, আগামী দিনে রাজ্যের রাবার, বাঁশ, ক্যুইন আনারস, নদী, জল ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরাকে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম উন্নত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার কর্মসূচি নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন স্থল বিশেষ করে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, ছবিমুড়া, নীরমহল ইত্যাদিকে দর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। তিনি দেশের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় রাজ্যে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, গরীবদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা বীমার কথাও তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেন।

এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকী দাসচৌধুরী, প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মণ, মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব, শান্তিকালী মিশনের স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি জয়ন্ত দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ দেন ক্ষত্রিয় সমাজের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ নতুন বছরের ক্যালেন্ডারের আবরণ উন্মোচন করেন । অনুষ্ঠানে হজাগিরি, গড়িয়া নৃত্য পরিবেশিত হয়।

******

জি এস